বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

(সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

আজ রাতেই বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি আজ রাতেই হবে। শনিবার রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জল্লাদের একটি দল। কারা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

এর আগে আবদুল মাজেদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করছে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কারাগারের ভেতরেই ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন

জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় আক্রান্তদের ৫২ শতাংশই ঢাকাবাসী

করোনাভাইরাসের বিস্তার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ঢাকায়। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে নারায়ণগঞ্জ। আক্রান্তদের ৫২ শতাংশই ঢাকাবাসী। ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলায় রয়েছে ৩৫ শতাংশ আক্রান্ত। বাকিরা অন্যান্য বিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা। এ সময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জানান, সর্বমোট করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৬ জন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে ৫৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩১-৪০ বছর বয়সী আছেন ১৭ জন এবং ৪১-৫০ বছর বয়সী আছেন ১৫ জন। এদের মধ্যে ৪৮ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী। নতুন করে আক্রান্তদের ১৪ জনই ঢাকার। আক্রান্তের হারে এর পরই নারায়ণগঞ্জ। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ৮ জন। মোট আক্রান্ত ৪৮২ জনের মধ্যে ৩১-৪০ বছর বয়সীরা সবচেয়ে বেশি, ২০ শতাংশ। এর পরে ২১-৩০ বছর বয়সীরা, ১৯ শতাংশ। আবার ৪১-৫০ বছর বয়সীরাও আছেন ১৯ ভাগ। আক্রান্তদের শতকরা ৭০ ভাগ পুরুষ, আর বাকি ৩০ ভাগ নারী। এই ৪৮২ জনের ৫২ শতাংশই ঢাকা শহরের। ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলায় রয়েছে ৩৫ শতাংশ আক্রান্ত। বাকিরা অন্যান্য বিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

তিনি আরো জানান, গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে তিনজন মারা গেছেন তাদের একজন ঢাকার। বাকি দুজন অন্য জেলার। তাদের বয়স ৩৮, ৫৪ এবং ৭৪ বছর। যে তিনজন সুস্থ হয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন নারী।

ব্রিফিংয়ের প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা রোগীদের সেবা দিতে নতুন করে হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে। বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারকে দুই হাজার বেডের হাসপাতালে রূপান্তর করা হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ১৩ শ বেডের একটি হাসপাতাল এবং উত্তরার ডিয়াবাড়ীর চারটি বহুতল ভবনকে ১২ শ বেডের হাসপাতালে রূপদান করা হচ্ছে। এগুলো প্রস্তুত হয়ে গেলে সাড়ে চার হাজার বেডের ব্যবস্থা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো বেশ কয়েকটি হাসপাতালকে করোনার জন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালও করোনা রোগীদের চিকিৎসায় এগিয়ে আসছে।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

দেশে করোনায় আরো তিনজনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৫৮

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা ৩০।

আজ দুপুরে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক। তিনি জানান, গতকালের চেয়ে নতুন রোগীর সংখ্যা কমেছে।

সর্দি কাশি জ্বরে আরও ১৫ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাস আক্রান্তের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্টে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছেন অনেক মানুষ। গত ৪৮ ঘণ্টায় এমন অন্তত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এর আগের দিন এ সংখ্যা ছিল ১৮ জন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে, করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, বাড়িতে বা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থেকে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা করোনায় মৃত্যুর চেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে এসব মরদেহ দাফনে এলাকাবাসীর বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে স্বজনদের।
এদিকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন্স সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের হিসাব থেকে জানা যায়, চলতি বছরের মার্চে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৩০ জন, যা ২০১৯ সালে ছিল মাত্র ৮২০ জন, ২০১৮ সালে ১ হাজার ১০ জন।

নরসিংদীতে সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সুলতানা বেগম (৩৫) নামের এক গার্মেন্ট শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাকে দাফন নিয়ে বাধার মুখে পড়েন স্বজনরা। স্থানীয়দের বাধায় স্বামীর বাড়ি কাজিরকান্দি গ্রামে দাফন করতে না পারায় মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাবার বাড়ি আলোকবালীতে। সেখানেও বাধার মুখে পড়তে হয়। পরে

প্রশাসনের সহায়তায় সকালে মারা যাওয়া সুলতানা বেগমকে বিকালে দাফন করা হয়। করোনা পরীক্ষার জন্য মরদেহের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের পর তিনি জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে নরসিংদীতে যান।

ঢাকায় মারা যাওয়া বোনকে গ্রামের বাড়িতে এনে দাফন করার তিন দিনের মাথায় সর্দি, জ্বর ও বুকে ব্যথা নিয়ে লালমনিরহাটে মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি। গত বৃহস্পতিবার হাতীবান্ধা উপজেলার দক্ষিণ গড্ডিমারী গ্রামে মারা যান তিনি। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।
পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায় গত বৃহস্পতিবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেলোয়ার হোসেন দুলাল (৩২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে দেলোয়ার হোসেন জ¦র নিয়ে উপজেলার দুমকি গ্রামে নিজ বাড়িতে আসেন। ৭ এপ্রিল দুলালের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে তার নমুনা পরীক্ষায় পজেটিভ আসে। এর আগে দুপুরে তিনি মারা যান। দুলালের মৃত্যুর পর ওই এলাকার অন্তত ৩০টি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। সিভিল সার্জন ডাক্তার মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, মৃতের পরিবার ও তার সংস্পর্শে আসা ওই এলাকার প্রায় ১৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া ও জ্বর নিয়ে গতকাল দুই ব্যক্তি মারা গেছেন। তাদের একজনের বয়স ২৬ বছর, অপরজনের ৫৫ বছর। এ ঘটনায় চার বাড়ির আটটি পরিবারকে লকডাউন করেছে প্রশাসন। মৃত দুজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কি না জানতে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইসিডিআর- এ পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর উপজেলার আশরাফুল ইসলাম (৪৫) ও দৌলতপুরে জিয়ার আলী (২৮) নামের দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। সর্দি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গতকাল বিকেলে নিজ নিজ বাড়িতে তারা মারা যান। করোনা পরীক্ষার জন্য মৃতদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরে বৃহস্পতিবার শ্বাসকষ্টে খোকন মিয়া (৪৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নমুনা পরীক্ষার জন্য আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে।

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় বৃহস্পতিবার জ্বর, সর্দি ও গলাব্যথা নিয়ে আরজিনা বেগম (৩৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। করোনা পরীক্ষার

জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার রানীখার গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক নারী (৫০) গত বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেরা ওই নারী কয়েক দিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগলেও তিনি তা গোপন রেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার পৌলুঞ্জ গ্রামে নির্দোষ চন্দ্র
(২১) নামের এক যুবক করোনা উপসর্গ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। আট দিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত বগুড়ার একটি খাদ্য কারখানায় কর্মরত নির্দোষ চন্দ্রকে গত বুধবার তার বাড়িতে রেখে যায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরদিন দুপুরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার। ওই যুবকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বরগুনার আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা জি এম দেলোয়ার (৭৪) জ্বর নিয়ে গত বৃহস্পতিবার লোচা গ্রামে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন। করোনায় আক্রান্ত সন্দেহে তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। মৃতের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

পাবনার সাঁথিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার ছুম্মা খাতুন
(৪৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সুরক্ষা নিশ্চিত করে সে¦চ্ছাসেবক দল তার দাফন সম্পন্ন করেছে। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার নোয়াখালী থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে এক ইতালি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে দেশে আসেন তিনি। তার বাড়ি সোনাইমুড়ির পশ্চিম চাঁদপুর গ্রামে। মৃতের বাড়িটি লকডাউন করেছে প্রশাসন। এ ছাড়া পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মানিকগঞ্জে যুবলীগ নেতা ও পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত, ৮ গ্রাম লকডাউন

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় যুবলীগ নেতা ও এক পুলিশ সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন কর্নারে রাখা হয়েছে।

শনিবার সিভিল সার্জন আনোয়ারুল আমিন আখন্দ যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আক্রান্ত ব্যক্তির একজন পুলিশের সদস্য। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানায় কর্মরত। গত ৬ এপ্রিল জ্বর নিয়ে ছুটিতে বাড়িতে যান। আক্রান্ত অপরজন হারুকান্দি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি।

শিবালয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এএফএম ফিরোজ মাহমুদ যুগান্তরকে জানিয়েছেন, আক্রান্ত পুলিশের সদস্যের বাড়ি উথুলি ইউনিয়নের বীরবাসাইল কলাবাগান এলাকায়। এ কারণে ওই ইউনিয়নের ৩, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৮টি গ্রাম লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে হরিরামপুর উপজেলায়ও করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবদুল মালেক খান নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আক্রান্ত ব্যক্তি হারুকান্দি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। তার বাড়ি উপজেলার হারুকান্দি ইউনিয়নের ভেলাবাদ গ্রামে। দুদিন আগে ঢাকা থেকে ফেরার পর তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষায় তার করোনাভাইরাস পজেটিভ এসেছে।

সূত্র-যুগান্তর

কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু: নমুনা সংগ্রহ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়া জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আশরাফুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য মরদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়াস্থ তার নিজ বাড়ীতে তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, যশোর থেকে কুষ্টিয়ায় আসা আশরাফুল ইসলাম নামের একজন জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

এমন খবর পেয়ে ঐ ব্যক্তি করোনা ভাইরাস পজেটিভ কিনা তা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইসিডিআর এ পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে নিশ্চিত করা যাবে ঐ ব্যক্তি করোনা পজেটিভ ছিলো কিনা।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের দুটি গ্রাম লকডাউন করেছে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীবুল ইসলাম খান জানান, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন এই দুই গ্রামে আসার কারণে দুটি গ্রামকে লকডাউন করা হয়েছে।

জরুরী পরিসেবা হিসাবে কেবল টিভি কে বিবেচনা করা উচিত

করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকায় ইন্টারনেট পরিসেবার নাম থাকলেও নাম নেই কেবল টিভি পরিসেবার।

বর্তমান দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ছুটিতে ইন্টারনেট সেবায় নিয়োজিত যানবাহন এবং কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দিয়ে এবার পরিপত্র জারি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত পরিপত্রটি বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) জারি করা হয়েছে।

পরিপত্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকা দেয়া হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, করোনাভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ষোষিত সাধারণ ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমনে নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থাকালে জরুরি সেবা ও সরবরাহ-শৃঙ্খলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত পরিসেবাসমূহ যথারীতি চালু থাকবে-

* জরুরি পরিসেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট এবং এতদসংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জমাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী।

* ওষুধ-শিল্প সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও কর্মী, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, শিশুখাদ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পশুখাদ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ইত্যাদি পণ্য পরিবহন কাজে

নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, দুগ্ধ-পণ্য উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ জীবনধারণের মৌলিক পণ্য উৎপাদন ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* উপরোক্ত পরিসেবা সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ছুটি/সাপ্তাহিক ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমন নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থা সংক্রান্ত জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথারীতি বলবৎ থাকবে বলে পরিপত্রে জানানো হয়েছে। সূত্র- সময় জার্নাল

প্রস্তত ফাঁসির মঞ্চ, যে কোন সময় কার্যকর মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কারাগারে গিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো: আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জনের জল্লাদের একটি দল তৈরি করেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ। ফাঁসির মঞ্চও প্রস্তুত রয়েছে। তবে এখনো চূড়ান্ত নির্দেশনা না আসায় আজ ফাঁসি হবে কি হবে না এ নিয়ে দোটানায় আছে জেল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এ খবর নিশ্চিত করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) জেলার মাহবুবুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা কারাগারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত আছে। জল্লাদের তালিকা করেছি। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে চূড়ান্ত নির্দেশনা সেটি এখনো পায়নি। তাই ফাঁসি কার্যকর করার জন্য যাদের উপস্থিত থাকতে হয় এমন কাউকেও

অফিশিয়ালি চিঠি পাঠানো হয়নি। নির্দেশনা পেলে যেকোনো মুহূর্তে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবে। সূত্র- বার্তা২৪.কম

লাশের পাশে মায়ের আহাজারি, ২১ ঘণ্টায় এগিয়ে আসেননি কেউ

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ইউনিয়নের কলারগাঁও গ্রামের সুশান্ত কর্মকার (৩৪)। পা ফোলা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত মঙ্গলবার দুপুরে ভর্তি হন শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে বুধবার বিকেল পৌনে চারটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর স্বজন ও গ্রামবাসী কেউ লাশ দেখতে আসেননি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্যও এগিয়ে আসেননি কেউ। ছেলের লাশের পাশে মা গঙ্গা রানী কর্মকার আহাজারি আর আর্তনাদ করে যাচ্ছিলেন। ফোনে স্বজন, অন্য সন্তান আর গ্রামবাসীকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর আর্তনাদে সাড়া দেননি। এমনকি সুশান্তর বড় ভাই, চার বোন ও বোনের পরিবারের সদস্যরাও ফিরে তাকাননি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা নিয়ে বিপাকে পড়েন সুশান্তের মা রানী কর্মকার ও স্থানীয় প্রশাসন। তখন শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজন পাল উদ্যোগ নেন।

তিনি ওই গ্রামবাসী ও ডিঙ্গামানিক শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরের কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মন্দিরের শ্মশানে ওই যুবককে দাহ করা হবে। কিন্তু দাহ করার কাজে যুক্ত হতে কেউ রাজি হচ্ছিলেন না।

তখন রাজন পালের সঙ্গে যোগ দেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহসভাপতি ত্রিনাথ ঘোষ, যুগ্ম সাধারণ সস্পাদক মিহির চক্রবর্তী, সদস্য দিলীপ ঘোষ, নড়িয়া উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চন্দন ব্যানার্জি।

তাঁরা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ওই গ্রামবাসী ও যুবকের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু লাশের কাছে কেউ আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসন পড়ে বিপাকে। তখন লাশ দাহ না করে বিকল্প ভাবতে থাকে প্রশাসন।

পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভেদরগঞ্জ উপজেলার দুই যুবক ও নড়িয়া উপজেলার তিন যুবক দাহকাজ করতে রাজি হন।

পরে তাঁদের সহযোগিতায় ছেলে মারা যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর বেলা পৌনে একটার দিকে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ নিয়ে ডিঙ্গামানিকে শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরে রওনা হন বৃদ্ধ গঙ্গা রানী কর্মকার। যাওয়ার সময় হাসপাতাল চত্বরে আহাজারি করে তিনি বলেন, ‘জীবনের শেষ বয়সে ছেলের লাশের ভার আমাকে এভাবে বইতে হবে, তা ভাবতে পারিনি।

এভাবে মানুষের মানবতা হারিয়ে গেল? কী হবে এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে? কিসের জন্য বেঁচে থাকা? মানুষের কল্যাণের জন্যই যদি কাজ না করতে পারি। কেউ আমার আর্তনাদ শুনল না। সন্তান, স্বজন, গ্রামবাসী কেউ না। আমার মতো এমন পরিণতি কাউকে যেন দেখতে না হয়।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জয়ন্তী রুপা রায় বলেন, ‘করোনায় মৃত অথবা করোনা সন্দেহ আছে, এমন মৃতদেহ বিশেষ সুরক্ষা মেনে সৎকার করতে হয়। আমরা সে অনুযায়ী পিপিই সরবরাহ করেছি। কিন্তু কাউকেই রাজি করাতে পারছিলাম না। যাকেই রাজি করাই, তিনিই পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে অন্য উপজেলার ও নড়িয়ার অন্য ইউনিয়নের যুবকেরা এগিয়ে আসেন।’

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজ শেষ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজ সম্পন্ন করেছেন ভেদরগঞ্জ উপজেলার রামভদ্রপুর গ্রামের পরিমল বাড়ৈ, রণজিৎ মণ্ডল, নড়িয়ার বাড়ৈপারা গ্রামের উত্তম পাল, ঘড়িসার গ্রামের অনুকূল ঘোষ ও চাকধ গ্রামের সঞ্জয় বণিক।

এদিকে সুশান্তকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করার পর মঙ্গলবার দুপুরেই করোনা পরীক্ষার জন্য তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়। পরে প্রতিবেদনে দেখা যায় ওই যুবকের

করোনা শনাক্ত হয়নি। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিকিৎসক আবদুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘মঙ্গলবার ওই যুবকের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়। বুধবার করোনা প্রতিবেদনে তাঁর নেগেটিভ ফল আসে।’

মারা যাওয়া সুশান্ত কর্মকার স্থানীয় ঘড়িসার বাজারের একটি স্বর্ণের গয়না প্রস্তুত কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর আরেক ভাই ও চার বোন আছে। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা মারা গেছেন। বড় ভাই তাঁর স্ত্রী–সন্তান নিয়ে আলাদা থাকেন।

চার বোনই বিয়ের পর তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে থাকেন। মা গঙ্গা রানীকে নিয়ে সুশান্ত কলারগাঁও গ্রামে পৈতৃক ভিটায় থাকতেন। বেশ কিছু দিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল পা ফুলে যাওয়ার সমস্যা।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে গত মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর মা নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। শ্বাসকষ্ট থাকায় করোনা সন্দেহে সুশান্তকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল।

ডিঙ্গামানিক সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক মুকুল চন্দ্র রায় বলেন, ‘ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে কেউ রাজি হচ্ছিল না। কোনো শ্মশানেও নিতে চাচ্ছিল না। তখন আমরা রাজি হই। এভাবে অবহেলা করা ঠিক হয়নি।’

শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানিক ব্যানার্জি বলেন, ‘যখন শুনতে পাই হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালে পড়ে আছে, কেউ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করছে না, তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় অবস্থান করার কারণে আমি যেতে পারিনি। কিন্তু আমাদের স্থানীয় নেতাদের মাঠে নামিয়ে দিই। যেকোনো উপায়ে যথাযথ ধর্মীয় নিয়মে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মারা যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর তাঁর লাশ হাসপাতাল থেকে এনে দাহ কাজ শুরু করা হয়। এ কাজটি না করতে পারলে সমাজে মুখ দেখাতে পারতাম না।’

জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, ‘করোনা সন্দেহ করে কেউ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে এগিয়ে আসতে চাচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। পরবর্তী সময়ে পূজা উদ্যাপন পরিষদের নেতাদের উদ্যোগে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় হিন্দু

সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার কমিটি গঠন করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

সূত্র- প্রথম আলো